কিংডম অব অ্যামালুর

অনেকেই আছেন যারা রোল প্লে-য়িং গেম খেলতে পছন্দ করেন না। মিশনের চেয়ে বেশি ডায়ালগ ও একই ধরনের মিশন বারবার থাকার জন্য অনেকেই রোল প্লে-য়িং বা আরপিজি গেমগুলোর প্রতি বিরক্ত। বেশিরভাগ আরপিজি গেমের কমব্যাট স্টাইল তেমন একটা আহামরি নয়, তাই অনেকেরই আরপিজি গেমের প্রতি অনীহা রয়েছে।

কিংডম অব অ্যামালুর রেকনিং নামের গেমটি আরপিজি গেমবিদ্বেষীদের এ টাইপের গেম সম্পর্কে ধারণা আমূল বদলে দেবে। বিখ্যাত স্ট্র্যাটেজি গেম ডিফেন্স অব দ্য অ্যানসিয়েন্টস ও ওয়ার্ল্ড অব ওয়ারক্রাফট গেমে হিরো যেভাবে তার নানা রকমের পাওয়ার ব্যবহার করে, ঠিক তেমনিভাবে থার্ড পারসন মোডে রেকনিং গেমে খেলা যাবে। গেমটি খেলার সময় মনেই হবে না রোল প্লে-য়িং গেম খেলছেন। মনে হবে হ্যাক অ্যান্ড স্ল্যাশ ধাঁচের কোনো সুপার ডুপার অ্যাকশন গেম খেলছেন। গেমটি উইচার ও স্কাইরিম গেমের চেয়েও বেশি উপভোগ্য মনে হবে অনেকের কাছে। গেমে হিরোর পাওয়ার ও অস্ত্রশস্ত্রের বহুলতা গেমের স্বাদ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। অসাধারণ কমব্যাট স্টাইল, কম্বো মুভমেন্ট, নতুন ধরনের অস্ত্র, নজরকাড়া বর্ম ইত্যাদি গেমটিকে অন্যান্য গেম থেকে আলাদা করে তুলেছে। গেমটি ডেভেলপ করেছে ৩৮ স্টুডিওস ও বিগ হিউজ গেমস এবং পাবলিশ করেছে যৌথভাবে ৩৮ স্টুডিওস ও ইলেক্ট্রনিক আর্টস। গেমে এত সাইড মিশন দেয়া হয়েছে যে মূল মিশন তার সামনে বেশ নগণ্য মনে হবে। মাস ধরে আরামে খেলার মতো বিশাল গেমপ্লে টাইম থাকায় গেমটি গেমার মহলে বেশ সাড়া পেয়েছে। গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেম এক কথায় চমৎকার।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : পেন্টিয়াম ডুয়াল কোর ২.২ গিগাহার্টজ

র‍্যাম : ১ গিগাবাইট

গ্রাফিক্সকার্ড : ন্যূনতম জিফোর্স ৮৮০০জিএস/রাডেওন এইচডি ৩৬০০

হার্ডডিস্ক স্পেস : ১০.৫ গিগাবাইট

৭৫৫৪

৭৫৫৪ নামের গেমটি একটি যুদ্ধভিত্তিক ফার্স্ট পারসন শুটিং গেম। গেমটি ১৯৪৬-১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক অ্যান্টি-ফ্রেঞ্চ কলোনিস্ট ওয়ারের কাহিনীর আধারে বানানো হয়েছে। গেমের নামটিও রাখা হয়েছে ঐতিহাসিক ৭ মে, ১৯৫৪-কে কেন্দ্র করে, যেদিন ফ্রেঞ্চ কলোনিস্ট আর্মি ভিয়েতনামের ডিয়েন বিয়েন ফু নামের স্থানে ভিয়েতনাম পিপলস আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করে। গেমটি ডেভেলপ করেছে ভিয়েতনামের গেম নির্মাতা কোম্পানি ইমোবি গেমস। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশন নামের গেম ইঞ্জিন। গেমটি শুধু উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মের জন্য বানানো হয়েছে। গেমে চারটি আলাদা ক্যারেক্টার রয়েছে, যাদের প্রত্যেকের আলাদা হ্যান্ড টু হ্যান্ড বা ক্লোজ ফাইটিং অস্ত্র, প্রাইমারি উইপন, সেকেন্ডারি উইপন ও স্পেশ্যাল স্কিল রয়েছে। একজন ভালো হেভিওয়েট উইপন চালাতে পটু, তো আরেকজন ডিনামাইট বিস্ফোরণের কাজে ভালো। গেমে অস্ত্রের তালিকায় রয়েছে : লাইট মেশিন গান, লুগার, টোকারেভ, স্কিমিটার, ড্যাগার, সাবমেশিন গান, কোল্ট ১৯১১, কোল্ট রিভলবার, রাইফেল, বেয়নেট সোর্ড, হ্যান্ড বেয়নেট, ক্লিভার, পিএ৩৫ রিভলবার ইত্যাদি। গেমটির গ্রাফিক্স খুব উন্নতমানের না হলেও পুরনো যুগ হিসেবে গেমের গ্রাফিক্স মানানসই হয়েছে। গেমে ঐতিহাসিক যুদ্ধের আমেজ বেশ বাস্তবতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে, যা খেলার সময় মনে হবে ভিয়েতনামি কোনো যুদ্ধের মুভি দেখছেন। গেমে কাহিনীর বর্ণনা বেশ সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গেমটির কাহিনী বেশ সহজ, সরল ও গোছালো হয়েছে। যুদ্ধভিত্তিক গেম যারা পছন্দ করেন তাদের জন্য বেশ ভালো একটি গেম এটি। গেমটি বাজারে বেশ ভালোই নাম করেছে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : পেন্টিয়াম ৪ ৩ গিগাহার্টজ

র‍্যাম : ২ গিগাবাইট

গ্রাফিক্সকার্ড : ন্যূনতম জিফোর্স ৮৬০০জিএস/রাডেওন এইচডি ৩৬০০

হার্ডডিস্ক স্পেস : ৮ গিগাবাইট

ডিপ ব-্যাক রিলোডেড

সৈয়দ হাসান মাহমুদ

আর্কেডভিত্তিক থার্ড পারসন শুটার গেম ডিপ ব-্যাক রিলোডেড নামের গেমটি ডেভেলপ ও পাবলিশ করেছে বাইঅর্ট নামের নতুন একটি প্রতিষ্ঠান। নতুন প্রতিষ্ঠান হলেও গেমের কারুকাজ দেখে বোঝা যায় গেমটি বানাতে তারা কেমন পরিশ্রম করেছে। গেমটি নামকরা শুটার গেমগুলোর তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। বেশ ভালোমানের এবং লম্বা সময়ের গেমপে- থাকায় গেমটি গেমার মহলে সাড়া

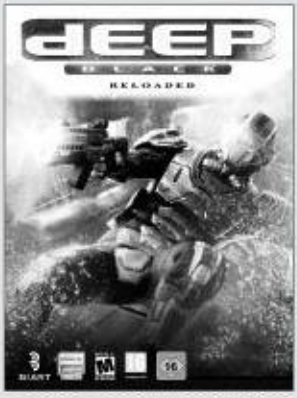

জাগাতে পেরেছে। গেমে প্রায় ৪০টি সিঙ্গেল পে-য়ার মিশন রয়েছে, যা চারটি আলাদা পরিবেশে সজ্জিত। গেমে এমন পরিবেশ ব্যবহার করা হয়েছে, যা সচরাচর অন্যান্য গেমে দেখা যায় না। গেমের কাহিনী সায়েন্স ফিকশনভিত্তিক যা রহস্যের জালে ঘেরা এবং বেশ চমকপ্রদ। পানির নিচেও যুদ্ধ করতে হবে এ গেমে, যা এ গেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের একটি। গেমে বাস্তবসম্মত ফিজিক্যাল ইফেক্ট সবার নজর কাড়বে। গেমারকে বায়োলজিক্যাল উইপন নিয়েও নড়াচড়া করতে হবে। স্পেশ্যাল স্যুট ও জেটপ্যাক পরে সাগরতলে হানা দিতে হবে। গেমের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ৮ ঘণ্টার বেশি গেমপে-, আন্ডারওয়াটার কমব্যাট, থ্রিডি আন্ডারওয়াটার মুভমেন্ট, রেজর হাইড্রা কন্ট্রোলার সাপোর্ট, এনভিডিয়া থ্রিডি ভিশন রেডি, এনভিডিয়া সাইক্স সাপোর্ট, শ্বাসরুদ্ধকর গেমপে-, বিশাল অস্ত্রের ভাণ্ডার ইত্যাদি। গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেম বেশ ভালোই বলা চলে। থার্ড পারসন শুটিং গেম হওয়ায় গেমটি অনেকের কাছে বেশ ভালো লাগবে। মাঝারিমানের পিসিতেও ফুল ডিটেইলসে খেলা যাবে গেমটি। তাই গেমের পুরো স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন অনেক গেমার।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : কোর টু ডুয়ো ২.৪ গিগাহার্টজ

র‍্যাম : ১ গিগাবাইট

গ্রাফিক্সকার্ড : ডিরেক্টএক্স ৯ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট

হার্ডডিস্ক স্পেস : ৬ গিগাবাইট

দ্য বেকনিং

মনে আছে কি সেই মহান বীর যোদ্ধা ডেথস্প্যাঙ্কের কথা? হটহেড গেমের ডেভেলপ করা অসাধারণ গেম সিরিজ ডেথস্প্যাঙ্ক যারা খেলেছেন তাদের আর নতুন করে কিছু বলার নেই। হাস্যরসাত্মক এ রোল পে-য়িং অ্যাকশন গেমটি যারা খেলে দেখেননি তারা যে কি মজা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তা না খেলে দেখা পর্যন্ত বুঝতে পারবেন না। গেমের প্রথম দুটি পর্ব ডেথস্প্যাঙ্ক ও থংস অব ভার্চু গেম দুটি

পাবলিশ করেছিল বিখ্যাত গেম পাবলিশার ইলেক্ট্রনিক আর্টস। নতুন গেম দ্য বেকনিং পাবলিশ করেছে অ্যালকন গেম। গেমটি ম্যাক ওএস এক্স, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, পে-স্টেশন ৩ ও এক্সবক্স ৩৬০ প-াটফর্মের জন্য বানানো হয়েছে। সব শত্রুকে হারিয়ে ডেথস্প্যাঙ্ক বের হয়ে যায় আর কোনো অভিযানে না যেতে পেরে। সে একই সাথে থংস অব ভার্চুর ৬টি থং একইসাথে পরিধান করে ফেলে। এতে তার বিপরীত সত্তার এক চরিত্রের উদ্ভব হয়, যার নাম অ্যান্টিস্প্যাঙ্ক। অ্যান্টিস্প্যাঙ্ক পুরো জগতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাকে দুর্বল করা যায় একটিই উপায়ে তা হচ্ছে থংগুলো ফায়ার অব বেকনে পুড়িয়ে ফেলা। সে একে একে থংগুলো নষ্ট করার পর অ্যান্টিস্প্যাঙ্কের মোকাবেলা করে তাকে হারিয়ে স্প্যাঙ্কটোপিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনবে। গেমে মূল কোয়েস্টের পাশাপাশি আরো অনেক সাইড কোয়েস্ট রয়েছে। গেমের

আজব কাহিনী ও পেটে খিল ধরিয়ে দেয়া ডায়ালগ গেমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গেমটি সবার বেশ ভালো লাগবে আশা করি। যারা আগের পর্ব খেলেননি তারা আগে তা খেলে নিন তাতে গেমের ক্যারেক্টারগুলোকে চিনতে পারবেন এবং গেমটি আরো বেশি উপভোগ করতে পারবেন।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : পেন্টিয়াম ৪ ১.৭ গিগাহার্টজ

র‍্যাম : ১ গিগাবাইট

গ্রাফিক্সকার্ড : ন্যূনতম জিফোর্স ৬৮০০/রাডেওন এক্স১৯০০

হার্ডডিস্ক স্পেস : ১.৫ গিগাবাইট

রেড ফ্যাকশন

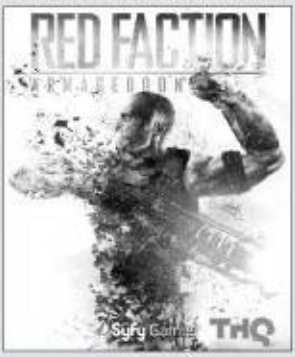

রেড ফ্যাকশন সিরিজের প্রথম গেমটি বের হয় প্রায় ১১ বছর আগে ২০০১ সালে। সায়েন্স ফিকশনভিত্তিক থার্ড পারসন অ্যাকশন গেমটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। গেমটির ৪টি পর্ব বের হয়েছে। এর মধ্যে নতুনটির নাম হচ্ছে আর্মাগেডন। গেমটি ডেভেলপ করেছে ভোলিশন ইঙ্ক, পাবলিশ করেছে যৌথভাবে টিএইচকিউ ও সাইফাই গেমস এবং ডিস্ট্রিবিউট করছে ডালভ করপোরেশন। ভোলিশন ইঙ্কের বানানো আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গেম হচ্ছে- ডেসেন্ট ফ্রিস্পেস, সুমোনার, দ্য পানিশার, সেইন্টস রো ইত্যাদি। গেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ডেস্ট্রাক্টিবল এনভায়রনমেন্ট। গেমের মূল চরিত্রে রয়েছে দারিয়ুস মেসন। গেমের বেশ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী অস্ত্র ও ক্ষমতা গেমটিকে আরো উপভোগ্য করে তুলেছে। গেমের পটভূমি হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ। মঙ্গলগ্রহের বায়ুস্তর কৃত্রিমভাবে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে সেখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করে অনেকে। কিন্তু অ্যাডাম হেল, গেমের প্রধান খলনায়ক ধ্বংস করে দেয় সেই কৃত্রিম বায়ুস্তর। যাতে পুরো গ্রহের সবাই বিপাকে পড়ে যায়। মেসন পরিবার বংশানুক্রমে অনেক বছর ধরে মঙ্গলগ্রহ রক্ষা করে আসছে। তাই দারিয়ুস মেসনের ওপরে দায়ভার পড়ে অ্যাডাম হেলকে তার কৃতকর্মের শিক্ষা দিয়ে মঙ্গলগ্রহের সুরক্ষা নিশ্চিত করার। গেমটির রেটিং অনুযায়ী তা ৭০ পারসেন্ট স্কোর অর্জন করেছে বিভিন্ন রিভিউয়ারের চোখে। তাই গেমটি খুব ভালো না লাগলেও খারাপ যে লাগবে না তা বলা যায় নিশ্চিন্তে। রক্তারক্তি ও বীভৎসতার আধিক্যের জন্য গেমটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রেটিং করা, তাই ছোটদের এ গেম খেলা উচিত নয়। গেমের নামে একটি মুভিও রয়েছে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : কোর টু ডুয়ো ২ গিগাহার্টজ

র‍্যাম : ২ গিগাবাইট

গ্রাফিক্সকার্ড : ন্যূনতম জিফোর্স ৮৩০০/ রাডেওন এইচডি ৩৬৫০

হার্ডডিস্ক স্পেস : ৭.৫ গিগাবাইট

রেজ

গত বছরের শেষের দিকে বের হওয়া রেজ নামের গেমটি ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমভক্তদের মন কেড়ে নিয়েছে। যারা বর্ডারল্যান্ডস ও ফলআউট গেম দুটি খেলেছেন এবং সেই রকমই অন্য গেমের আশা করছিলেন তাদের জন্য এ গেমটি উপহারস্বরূপ। গেমের পটভূমি হচ্ছে পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক ওয়ার্ল্ড, যা ম্যাড ম্যাক্স ২ মুভিটি দেখলে ভালো বুঝতে পারবেন। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে পুরো পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য এ বিশাল আঁস্তাকুড়ে পরিণত হবে। সেই আঁস্তাকুড় সদৃশ পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকা কিছু মানুষ ও প্রাণী নিয়েই গড়ে উঠেছে গেমের কাহিনী। গেমে ওয়েস্টল্যান্ডে থাকা মানুষগুলো আলাদা আলাদা দল বেঁধে থাকে। মানুষের সাথে সাথে সেই ওয়েস্টল্যান্ডে বাস করে কিছু রোবট ও আজব প্রাণী। একে অপরের সাথে সবসময় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকে। গেমের মূল নায়ক তার মূল দলের থেকে আলাদা হয়ে পড়ে এবং যোগ দেয় ড্যান হ্যাগার নামের এক লোকের গোষ্ঠীর সাথে। তার দলের হয়ে সে তাদের বিভিন্ন মিশন সম্পন্ন করে দেয়। গেমটি ওয়ানআপডটকম, এজ, ইলেক্ট্রনিক গেমিং মান্থলি, ইউরোগেমার, ফামিৎসু, জিফোর, গেম ইনফরমার, গেমপ্রো, গেমস্পট, গেমস্পাই, গেম ট্রেইলারস, আইজিএন ইত্যাদি গেম রিভিউয়ারের চোখে ৮০-৯০ শতাংশ স্কোর করেছে। এতে বোঝা যায় গেমটি কতটা নাম করতে পেরেছে। গেমের গ্রাফিক্স বেশ জাঁকজমকের এবং সেই সাথে পাল-1 দিয়ে সাউন্ড ইফেক্টও বেশ উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে। গেমটি অন্যান্য ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমের তুলনায় কিছুটা আলাদা ধরনের বলে অনেকের কাছে গেমটি ভালো লাগবে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : কোর টু ডুয়ো ২ গিগাহার্টজ

র‍্যাম : ২ গিগাবাইট

গ্রাফিক্সকার্ড : ন্যূনতম জিফোর্স জিটি ২২০/ রাডেওন এইচডি ৫৪৫০

হার্ডডিস্ক স্পেস : ২৫ গিগাবাইট

অ্যালান ওয়েক

বেশ ব্যতিক্রমধর্মী একটি থ্রিলার গেম উপহার দিয়েছে জনপ্রিয় গেম ম্যাক পেইনের ডেভেলপার রিমেডি এন্টারটেইনমেন্ট নামের প্রতিষ্ঠান। থার্ড পারসন শুটার ধাঁচের সাইকোলজিক্যাল অ্যাকশন গেম হিসেবে বেশ নন্দিত হয়েছে এটি। গেমটি উইন্ডোজ ও এক্সবক্স৩৬০ প-টফর্মের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। গেমের কাহিনী বেশ নতুন ধরনের। গেমের কাহিনী গড়ে উঠেছে অ্যালান ওয়েক নামের এক বেস্টসেলিং থ্রিলার ঔপন্যাসিককে নিয়ে। ওয়াশিংটনের ছোট্ট দ্বীপ ব্রাইট ফলসে ছুটি কাটাতে যায় অ্যালান ওয়েক ও তার স্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ করে তার স্ত্রী সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়। তারপর ঘটতে শুরু করে বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা। তার শেষ লেখা থ্রিলার

বইয়ের কাহিনীর চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহ বাস্তবরূপে তার জীবনে হানা দেয়। ভৌতিক সেসব চরিত্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাকে সাহায্য করে কিছু অলৌকিক শক্তি। অ্যালান ওয়েককে ভৌতিক শত্রুকে পরাজিত করতে হবে অভিনব এক উপায়ে। টর্চের আলো ফেলে দূর করতে হবে ভূতুড়ে ছায়া এবং তারপর শত্রুকে গুলি করে মারতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করেও ধরাশায়ী করতে হবে শত্রুপক্ষকে। গেমটির কাহিনী টিভির হরর থ্রিলার সিরিয়ালগুলোর মতো। গেম ক্যারেক্টার গ্রাফিক্স অতটা আহামরি না হলেও গেমের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বেশ সুন্দরভাবে। গেমের পিলে চমকানো সাউন্ড ইফেক্ট ও রোমহর্ষক গেমপে- এক কথায় অসাধারণ। গেমের গ্রাফিক্সে প্রাণবন্ততা আনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ম্যাক্স এফএক্স ৩.০, হ্যাভক ও উর্মবা অকলুশন বুস্টার নামের গেম ইঞ্জিন। দুর্বলচিত্তদের গেমটি না খেলাই মঙ্গলজনক। গেমটি গেম রিভিউয়ারদের চোখে বেশ ভালো অবস্থান করে নিয়েছে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : কোর টু ডুয়ো ২ গিগাহার্টজ
র‍্যাম : ২ গিগাবাইট
গ্রাফিক্সকার্ড : ন্যূনতম জিফোর্স জিটিএক্স ২৬০/রাডেওন এইচডি ৬৫০০ সিরিজ
হার্ডডিস্ক স্পেস : ৮ গিগাবাইট

পেইনকিলার

কোয়েক ও ডুমের মতো জনপ্রিয় আরেকটি ফার্স্ট পারসন শুটার গেম হচ্ছে পেইনকিলার সিরিজ। এ সিরিজের যাত্রা শুরু ২০০৪ সালে। গেমের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে একে একে বের হয়েছে বেশ কয়েকটি এক্সপানশন। এগুলো হচ্ছে : ব্যাটল আউট অব হেল, ওভার ডোজ, রিসারেকশন, রিডেম্পশন ও রিকারিং এভিল। গেম সিরিজটির ডেভেলপার হচ্ছে পিপল ক্যান ফ্লাই ও পাবলিশার হচ্ছে ট্রিমক্যাচার ইন্টারেকটিভ। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে পেইনইঞ্জিন নামের গেম ইঞ্জিন, যাতে ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাভক ইঞ্জিন। গেমটি উইন্ডোজ ও এক্সবক্স প-টফর্মের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। গেমের পটভূমি গড়ে উঠেছে ড্যানিয়েল গারনারের কাহিনী নিয়ে। গেমের কাহিনী বেশ জটিল। নতুন এক্সপানশন রিকারিং ইভিলে ৫টি নতুন লেভেল ও ৪০০০ এনিমি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সমালোচকের চোখে গেমটি বেশ ভালো স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে। গেমের গ্রাফিক্স নিয়ে ডেভেলপাররা তেমন একটা মাথা ঘামাননি। গেমের গ্রাফিক্সের চেয়ে গেমপে-র দিকেই বেশি নজর দেয়া হয়েছে। মূল গেমের গ্রাফিক্সের মতো রয়েছে এক্সপানশনের গ্রাফিক্স, তাই অনেকের কাছে গেমটি পছন্দ নাও হতে পারে। গেমের গ্রাফিক্স যাই হোক না কেনো গেমপে- বেশ দুর্দান্ত। সারাক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে থাকতে হবে খেলার সময় এবং বেশ সতর্কভাবে খেলতে হবে। গেমের সাউন্ড ইফেক্টেও তেমন একটা পরিবর্তন আনা হয়নি। ফার্স্ট পারসন গেম হিসেবে বেশ ভালো একটি গেম। যারা ফার্স্ট পারসন গেম তেমন একটা খেলেন না, তারা ছেলে দেখতে পারেন। আশা করি নিরাশ হবেন না।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট
প্রসেসর : পেন্টিয়াম ৪ ৩.২ গিগাহার্টজ
র‍্যাম : ৫১২ মেগাবাইট
গ্রাফিক্সকার্ড : পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড
হার্ডডিস্ক স্পেস : ৩ গিগাবাইট
ফিডব্যাক : *shuvo_21@yahoo.com*